**পুলিশ সপ্তাহ ২০১১**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

আইসিসি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বুধবার, ২২ পৌষ ১৪১৭, ০৫ জানুয়ারি ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী,

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ,

স্বরাষ্ট্র সচিব ও আইজিপি,

উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১১ উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালোরাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যখন রাজারবাগ পুলিশ লাইনসহ ঢাকা শহরে আক্রমণ শুরু করে, তখন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

আমি স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ২৫শে মার্চ রাজারবাগ পুলিশ লাইনে শহীদ পুলিশ সদস্যসহ মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদকে।

বাংলাদেশ পুলিশের বিগত বছরের কর্মকান্ডের মূল্যায়ন এবং আগামীতে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান পুলিশ সপ্তাহের মূল লক্ষ্য।

প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, মানবাধিকার রক্ষা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, সততা এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনাদেরকে এই মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,

দু'বছর আগে আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।

অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের দুর্ভাগ্য যখনই দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যায়, তখনই ষড়যন্ত্রকারীরা তৎপর হয়ে উঠে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে জাতির পিতাকে সপরিবারের হত্যার মাধ্যমে দেশে হত্যা, ক্যু এবং ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়। তারপর দীর্ঘ ২১ বছর দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নির্বাসিত ছিল। অনেক সংগ্রাম আর রক্ত ঝরিয়ে আমরা দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি।

কিন্তু ষড়যন্ত্র থামেনি। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি এবং তাদের দোসররা সুযোগ পেলেই আমাদের স্বাধীনতার উপর, গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানার জন্য প্রস্ত্তত থাকে।

তারা গণতন্ত্র এবং দেশের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। দেশের মানুষের উন্নতি হোক, তাঁরা ভালভাবে জীবনযাপন করুক এটা তারা চায় না। এদের ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকতে হবে।

প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,

২০০১ সালের নির্বাচনের পর আমরা বাংলাদেশের চেহারা দেখেছি। রাজধানী থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছিল। আমরা আর সন্ত্রাসের কবলে ভীতিগ্রস্ত জনপদ দেখতে চাই না। আমরা আর শুনতে চাই না সন্তানহারা মায়ের আহাজারি।

 আগামীকালই আমাদের দু'বছর পূর্ণ হবে। আমাদের উপর জনগণের যে আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে তা পূরণ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। যে ওয়াদা আমরা জনগণকে দিয়েছি তা বাস্তবায়নে আপনাদের অনেক ভূমিকা রয়েছে। আমি আশা করি, আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে জনগণের আস্থা অর্জন করবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দুর্ভাগ্য তাদের ভোটের অধিকার বার বার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এমনটা যেন কেউ আর করতে না পারে সেদিকে আপনাদের সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

            ৯/১১-এর পর বিশ্বের সকল দেশে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিরাজমান আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মৌলবাদী ও উগ্র জাতীয়তাবাদী সন্ত্রাস এবং চরমপন্থী কার্যকলাপ দমন এবং জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে, বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, আমাদের অবশ্যই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। প্রযুক্তি নির্ভর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং উদঘাটনে আপনাদের সক্ষমতাকে বাড়াতে হবে। জঙ্গিরা যেন আর বাংলাদেশে মাথাচাড়া দিতে না পারে সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। সবক্ষেত্রে ইনটেলিজেন্স নেটওয়ার্ক জোরদার করতে হবে।

 আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে উন্নয়নের পূর্বশর্ত। উন্নয়নের জন্য চাই বিনিয়োগ। এজন্য দেশী-বিদেশী বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে হবে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিনিয়োগ অত্যন্ত জরুরি। এজন্য বিনিয়োগ স্থিতিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করতে পুলিশ তথা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সচেষ্ট হতে হবে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও তা ধরে রাখার জন্য পুলিশকে সদা তৎপর থাকতে হবে।  প্রদর্শন করতে হবে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব।

মানবাধিকারকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিতে হবে। ধৈর্য, নিষ্ঠা ও ত্যাগের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে প্রতিটি পুলিশ সদস্যকে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। অনগ্রসর ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী যেমন নারী-শিশু ও বৃদ্ধদের প্রতি পুলিশকে হতে হবে সহানুভূতিশীল।

ইভটিজিং নামে নারীদের উত্যক্ত করার এক নতুন প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। এটা যেকোন মূল্যে বন্ধ করতে হবে।

আইন প্রয়োগ করতে যেয়ে আপনাদের নজর রাখতে হবে যাতে কারও মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়। একজন নিরপরাধ ব্যক্তিও যেন হয়রানির শিকার না হয়।

প্রিয় পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,

মানুষের প্রতি ভালবাসা না থাকলে, রাজনৈতিক অঙ্গীকার না থাকলে দেশের উন্নয়ন করা যায় না। জোট সরকারের দুই বছর, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছর এবং আমাদের দুই বছর তুলনা করলে দেখতে পাবেন দেশের উন্নয়নের জন্য কাদের কি অবদান। আমরা সরকার গঠন করার পর বিশ্বমন্দা শুরু হয়। তা সত্ত্বেও অনেক উন্নত দেশের তুলনায় আমরা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছি। আমরা সমস্ত চাকুরিজীবীদের জন্য বেতন-ভাতা বাড়িয়েছি। বিদ্যুত সমস্যা সমাধানে ৩৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। জাতির পিতার হত্যাকারীদের ফাঁসির রায় কার্যকর করার মাধ্যমে জাতি আজ কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। বিডিআর-এর মামলার আজ চার্জশীট গঠন করা হয়েছে। অন্যায় যারা করবে তাদেরকে আমরা প্রশ্রয় দেব না, এখানে দল-মত নেই।

         জনগণ আমাদের ভোট দিয়ে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। তাঁদের কল্যাণ নিশ্চিত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। অতীতের মত এবারও আমরা চেষ্টা করছি আরও বেশি করে জন-বান্ধব কাজ সম্পাদন করতে।

এজন্য আমরা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে রাষ্ট্র পরিচালনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করি।

আমি জানি, কত সীমাবদ্ধতার মাঝে, কত ঝুঁকি নিয়ে পুলিশ কাজ করে। ১৯৯৬ সালে আমরা পুলিশের বাজেট ৬০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০০ কোটি টাকা করে দিয়েছিলাম। পুলিশের ঝুঁকিভাতা, কল্যাণ ফান্ড আমাদের সরকারই করে দিয়েছিল।

আমাদের বিগত সরকারের সময় বাংলাদেশ পুলিশের জন্য থানাভবন নির্মাণ, কর্মকর্তা ও ফোর্সের আবাসনের জন্য টাওয়ার ভবন ও ব্যারাক নির্মাণ, থানায় থানায় যানবাহন সরবরাহ সর্বোপরি পুলিশ বাহিনীর কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছি।

বাংলাদেশ পুলিশ এর বিদ্যমান সমস্যা নিরসনে আমাদের সরকার সম্ভাব্য সবকিছু করবে। আপনাদের দাবিকৃত ঝুঁকিভাতাসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধান যৌক্তিক সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের আশ্বাস দিচ্ছি।

আমাদের সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা বহু দিনের অমীমাংসিত কনস্টেবলদের টাইম স্কেলের জটিলতা নিরসন করেছি।

পুলিশের জনবলের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদমর্যাদার ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদের ৩২ হাজার জনবল সৃজনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতোমধ্যে জেলা পুলিশে সাড়ে ১৩ হাজার এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশে ১৫শ'র অধিক পদ তৈরি করা হয়েছে।

অবশিষ্ট ২ হাজার ৫০০ ক্যাডার ও ১৪ হাজার  নন-ক্যাডার পদ তৈরি করা হবে।

থানা পুলিশের উপর অতিরিক্ত চাপ কমানোর লক্ষ্যে আমরা পুলিশের বিভিন্ন বিশেষায়িত ইউনিট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছি।

ইতোমধ্যেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ কাজ শুরু করেছে। একইভাবে টুরিস্ট পুলিশ, ক্যাম্পাস পুলিশ, মেরিন পুলিশ, ন্যাশনাল পুলিশ ব্যুরো অব কাউন্টার টেররিজম, সিকিউরিটি ও প্রটেকশান ব্যাটালিয়ন গঠনের প্রক্রিয়া চলছে।

ইতোমধ্যে বিমানবন্দর সমূহের নিরাপত্তার জন্য আমরা আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করেছি। সিআইডি'র অধীনে স্বতন্ত্র তদন্ত ইউনিট গঠনেরও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পুলিশ ক্যাডারে একাধিক গ্রেড-১ এর পদ সৃষ্টির যে দাবী এখানে উত্থাপন করা হয়েছে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পুলিশ ক্যাডারের  গ্রেড-১ পদ ১০টি করার বিষয়ে আমি ঘোষণা দিচ্ছি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের আইজিপি'র  র‌্যাংক-ব্যাজ অন্যান্য দেশের পুলিশ প্রধানের সমপদমর্যাদার হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এজন্য ইতোমধ্যে আমরা আইজিপি'র র‌্যাংক-ব্যাজ উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর এবং সার্জেন্টদের ২য় শ্রেণী এবং ইন্সপেক্টরদের ১ম শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছি।

পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ,

আমরা জনপ্রশাসনে শৃংঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দলীয় আনুগত্য নয়- মেধা, দক্ষতা এবং পেশাগত মানই হবে আমাদের বিচার্য বিষয়।

পুলিশ যাতে পেশাদারিত্ব বজায় রেখে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে সে সুযোগ আমরা করে দিতে চাই। তবে আপনাদেরকেও জনগণের সেবায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আপনারা জনগণের সেবক। এ কথাটা মনে রাখতে হবে। এ দেশের সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকায় আমার, আপনার বেতন-ভাতা পরিশোধ হয়। কাজেই তাদের সেবা করাই আমাদের প্রধান কাজ।

যেসব পুলিশ সদস্য পেশাদারিত্ব থেকে বিচ্যুত হবেন, স্বেচ্ছাচার বা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হবেন তাদের ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিতে আমরা পিছপা হব না।

২০২১ সালের মধ্যে আমরা এমন সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চাই। যে বাংলাদেশে ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং  নিরক্ষরতার অভিশাপ থাকবে না। আমরা দেখতে চাই, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানবতার জয়গানে মুখরিত এক বাংলাদেশ।

আমি বাংলাদেশ পুলিশের উত্তরোত্তর সাফল্য এবং আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করছি। সবাইকে আবারও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাংলাদেশ পুলিশ সফল হোক।

.....